কোন কোন যুক্তির সাহায্যে দেকার্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন? | Mark - 10 |

14| 12| 07

ভূমিকা → দেকার্তের সমগ্র দর্শন মূলত সহজাত ধারণাবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের মনে যে সকল ধারণা নিহিত আছে তার মধ্যে দেকার্ত ঈশ্বরের ধারণাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছেন। ঈশ্বরের নিকট থেকে আমরা ঈশ্বরের ধারণা লাভ করেছি। আত্মার ধারণার মতো ঈশ্বরের ধারণা সহজাত।

☐ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক যুক্তি: [যুক্তিবলী

দার্শনিক দেকার্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য মূলত তিন ধরনের যুক্তি দিয়েছেন। এই তিনটি যুক্তির মধ্যে প্রথম একটি যুক্তি হল আদি কারণ বিষয়ক যুক্তি এবং তৃতীয় যুক্তিটি হল সত্তা বা তত্ত্ব বিষয়ক যুক্তি।

☐ [আদি কারণ বিষয়ক যুক্তি:

প্রথমত, ধারণা মাত্রেরই কোনো হেতু বা কারণ থাকবে। অসৎ থেকে কোন কিছু উৎপন্ন হয় না। ~~একেবারে অন্য হল কারণসত্তা কার্যসত্তার~~ আবার উপযুক্ত কারণ ব্যতীত কার্য উৎপন্ন হয়

না। এ কথার অর্থ হল কারণসত্তা কার্যসত্তার সমতুল্য হবে, অথবা কারণসত্তা কার্যসত্তা অপেক্ষা বৃহত্তর হবে। কিন্তু কার্যে এমন কিছু থাকতে পারে না যা কারণে অনুপস্থিত। আলোচ্য যুক্তির ভিত্তিতে দেকার্ত প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, অসীম ঈশ্বরের ধারণা কখনও সসীম ব্যক্তির দ্বারা উৎপন্ন হতে পারে না। ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের ধারণা হল যে, ঈশ্বর অসীম, অনন্ত, পূর্ণ ইত্যাদি। সুতরাং সসীম, অপূর্ণ, অনিত্য সীমাবদ্ধ জীব বা জগৎ ঈশ্বররূপ ধারণার উৎস হতে পারে না। তা যদি হতো তবে কার্য কারণ অপেক্ষা বৃহৎ হতো, যা কখনই সম্ভব নয়। অতএব দেকার্তের সিদ্ধান্ত হল, ঈশ্বরের ধারণা ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন এবং উক্ত ধারণা সহজাত। সুতরাং ঈশ্বর অস্তিত্বশীল।

দ্বিতীয়ত, দেকার্ত এইরূপ বলেছেন যে, কতগুলি বিষয়ের ধারণা আমার আছে, অথচ সেই সকল গুণ বা ক্ষমতা গুলি বাস্তবে আমার মধ্যে অনুপস্থিত। সুতরাং এই ধারণাগুলি নিশ্চয় ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন। কেননা আমি যদি আমার স্রষ্টা হতাম তবে যে

অসীম শক্তি আমি নিজেকে দিতে পারতাম। কেননা স্বেচ্ছায় নিজেকে কেউ অপূর্ণ করে না। দেকার্তের বক্তব্য হল যে, ব্যক্তির বাস্তব অপূর্ণতা এবং পূর্ণতার ধারণা — এই উভয় দিক থেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

☐ আদি কারণ বিষয়ক যুক্তির সমালোচনা:

(1) দেকার্ত কার্য কারণ নীতির ধারণাকে পূর্ব থেকে গ্রহণ ~~করেক~~ করে উপরিউক্ত দুটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার পূর্বে তিনি আত্মা ও তার ধারণার অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কোন কিছুই সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করেননি। কাজেই কার্য কারণ নীতিকে প্রমাণ না করে তা স্বীকার করে নেবার কোন অধিকার তার নেই।

(2) দেকার্ত বিনা প্রমাণেই ধরে নিয়েছেন যে, আমাদের মনে ঈশ্বরের ধারণা আছে। তিনি যদি দেখাতে পারতেন যে, ঈশ্বরের ধারণা হল এমন ধারণা যা আমরা চিন্তা করতে বাধ্য অর্থাৎ অনিবার্য ধারণা, তবে ঈশ্বরের পক্ষে প্রদত্ত যুক্তিগুলি

আরো জোরালো হত। অবশ্য দেকার্ত ঈশ্বরের ধারণাকে সহজাত ধারণা বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সহজাত ধারণা বিষয়টি অভিজ্ঞতাবাদীদের দ্বারা যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছে। তাছাড়া বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ কখনও সহজাত ধারণার স্বরূপ সম্পর্কে একমত হতে পারেন নি। সুতরাং ঈশ্বরের ধারণা হল সহজাত — এই বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত নয়।] 5 নম্বর

☐ সত্তা বা তত্ত্ব বিষয়ক যুক্তি :

দ্বিতীয়ত ঈশ্বর সম্পর্কীয় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি দেকার্ত কিছুটা ভিন্ন বিবরণের আনসেলম নামক মধ্যযুগীয় দার্শনিকের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। দেকার্তের যুক্তিটি হল আনসেলমের তত্ত্ব বিষয়ক যুক্তিরই একটু পরিবর্তিতরূপ। [আনসেলমের বক্তব্য হল — ঈশ্বরের ধারণা এমন যার থেকে পূর্ণতম ও মহত্তম কিছু চিন্তা করা যায় না। কিন্তু অস্তিত্ব পূর্ণতার অন্তর্গত। যার অস্তিত্ব নেই তাকে পূর্ণ বলা যায় না। বস্তুটি চিন্তায় যার অস্তিত্ব আছে তার তুলনায় চিন্তায় এবং বস্তুতে যার অস্তিত্ব আছে তা পূর্ণতর। যেহেতু ঈশ্বর পূর্ণতম বা মহত্তম

তার অস্তিত্ব শুধুমাত্র চিন্তায় নেই, বাস্তবেও আছে।

প্রায় পাঁচশ বছর পর আধুনিক যুক্তি উপস্থাপিত করতে গিয়ে দেকার্ত মনে করলেন আনসেলমের উপরিউক্ত প্রমাণ দোষযুক্ত। উপরিউক্ত যুক্তিতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বাস্তবতা অবশ্যম্ভাবী প্রমাণিত হয় না। দেকার্তের মতে, আনসেলমের প্রমাণ থেকে তার প্রমাণ ভিন্ন।

তত্ত্ব বিষয়ক যুক্তি প্রসঙ্গে দেকার্তের বক্তব্য হল — পূর্ণতম সত্তা ঈশ্বরের ধারণা থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী ভাবে নিঃসৃত হয়। দেকার্তের এই তাত্ত্বিক যুক্তি তার বিখ্যাত কার্য-কারণ সম্পর্কীয় যুক্তি থেকে পৃথক। ঈশ্বরের ধারণার মধ্যে কেবল যে অস্তিত্বের সম্ভাবনা নিহিত আছে তা নয়, অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব ঈশ্বর পূর্ণতম সত্তার ধারণার অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য বস্তুর ধারণা তার অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে পারে না। যেমন 'ঘট' বললে তার আকার, তরল পদার্থ ধারণ করার ক্ষমতা ইত্যাদি অনেক কিছুই স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবে বোঝায়। কিন্তু 'ঘট' বললে তার অস্তিত্বের বাস্তবতা বোঝায় না। অর্থাৎ 'ঘটের' ধারণার মধ্যে তার অস্তিত্বের বিষয়টি নিহিত নেই। দেকার্ত গণিতের উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝাতে

চেয়েছেন। যেমন- যে কোন ত্রিভুজ সম্বন্ধেই অনুমান করা যেতে পারে যে, এর তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান। কারণ ত্রিভুজের ধারণার মধ্যে এই সত্য নিহিত আছে। ঠিক তেমনিভাবে পূর্ণতম সত্তার ধারণা থেকে আমরা তার বাস্তব এবং আবশ্যিক অস্তিত্ব অনুমান করতে পারি। অস্তিত্বহীনবস্তু কখনও অসীম বা পূর্ণ হতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরের ধারণা থেকে তার অস্তিত্বের প্রমাণটি অনিবার্য যুক্তিভাবে নিঃসৃত হয়।]

সমালোচনা:

কান্ট এই তত্ত্ব বিষয়ক যুক্তির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, অস্তিত্বের ধারণা ও বাস্তব অস্তিত্ব এক নয়। বাস্তব অস্তিত্ব অস্তিত্বের ধারণার মধ্যে নিহিত নেই। অতএব অস্তিত্বের কেবল ধারণা থেকে বাস্তব অস্তিত্ব অনুমিত হলে প্রমাণিত হতে পারে না। আমি যদি ধারণা করি যে, আমার পকেটে একশত ডলার আছে, কিন্তু এই ধারণা মাত্র থেকে একশত ডলারের বাস্তব অস্তিত্ব ~~পাওয়া~~ সূচিত হয় না, ঈশ্বরের পূর্ণ সত্তার ধারণা থেকে সেই সত্তার ~~অস্তিত্বের~~ অস্তিত্বের ধারণা নিঃসৃত হয় মাত্র, কিন্তু তার প্রকৃত অস্তিত্বের কোনো নির্দেশ আবশ্যিকভাবে পাওয়া যায় না।]